মুখবন্ধ

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলি পড়তে গিয়েই আমি বাংলা উপন্যাসে বন্ধুত্ব নিয়ে কাজ করার পরিকল্পনা করি। আমি লক্ষ্য করেছিলাম বাংলা উপন্যাসে এই সম্পর্কের এক বৃহৎ উপস্থিতি আছে। সেইজন্য আমি এই সম্পর্ককে আমার গবেষণার মূল বিষয় রূপে গ্রহণ করে অগ্রসর হলাম। এর পূর্বে বাংলা উপন্যাসে বন্ধুত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা বিশেষ চোখে পড়েনি। তাই বাংলা উপন্যাসের সূত্রপাত (এখানে প্যারিচাঁদ মিত্রের ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে রচিত 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসের সময় থেকে ধরা হয়েছে) থেকে তার পরবর্তী ১০০ বছরের মধ্যে রচিত বিভিন্ন উপন্যাসে যে সব বন্ধুত্ব সম্পর্ক এসেছে, তার একটি সামগ্রিক চিত্রকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

বন্ধুত্ব যে শুধু বাংলা উপন্যাসেই বর্তমান, তা নয়। প্রাচীন সংস্কৃত পরিবেষ্টিত ভারতীয় সাহিত্য বা পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যেও বন্ধু সম্পর্ককে বা তার রূপকে লক্ষ্য করা গেছে। পন্ডিত বিষ্ণুশর্মা রচিত পঞ্চতন্ত্রের গল্পে বা নারায়ণ রচিত হিতোপদেশ গল্পে তো বন্ধু বা বন্ধুর প্রকৃতি, তার বৈশিষ্ট্য বা কর্তব্য সম্পর্কে অনেক মূল্যবান জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে। বাংলা উপন্যাসেও এই সম্পর্কও গভীর বা অগভীরভাবে এসেছে। আমরা আমাদের গবেষণার বিষয়কে ৬টি অধ্যায়ে ভাগ করে বিভিন্ন অধ্যায়ে এই সম্পর্কের গতিবিধি, গুরুত্ব বা ক্রিয়াকলাপ নিয়ে আলোচনা করেছি। যে সব উপন্যাসে এই সম্পর্কটি এসেছে, তার প্রতিটিতেই যে সম্পর্কের গুরুত্ব বা ভূমিকা লক্ষ্য করা গেছে তা নয়। অনেক উপন্যাসেই সম্পর্কটির ভূমিকা বা কার্যকারিতা দেখা যায়নি। কোনো কোনো উপন্যাসে সম্পর্কটি শুধু উল্লেখিতই হয়েছে। বাস্তব সামাজিক জীবনের আর দু-পাঁচটি সম্পর্কের মতোই উপন্যাসেও বন্ধুত্বের প্রবহমানতা। প্রবৃত্তির উপর ভিত্তি করে এই সম্পর্কে কখনো দেখা গেছে মধুর রূপ আবার কখনো দেখা গেছে মলিন রূপ। এছাড়া কিছু ঔপন্যাসিকের রচনার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে বন্ধুত্ব সম্পর্কে স্বতন্ত্র চিন্তা বা ভাবনা। বাস্তব বন্ধুত্ব সম্পর্কও উপন্যাসে লক্ষ্য করা

গেছে। আমরা ১০০ বছরের বাংলা উপন্যাসে বন্ধুত্বের এই বহুরূপতাকেই যথাসম্ভব তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

আর এই কাজে সহায়ককারী রূপে প্রথমেই যার নাম উল্লেখ করতে হয়, তিনি হলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রিডার শ্রদ্ধেয় ড. নিখিল চন্দ্র রায়। তিনি আমার তত্ত্বাবধায়ক এবং অভিভাবকও বটে। অধ্যায় বিন্যাস, উপস্থাপনা, বানান সংশোধন, উপদেশ প্রদান প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই তিনি হাসিমুখে আমায় সহায়তা প্রদান করেছেন। এই কাজের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। আমি তাঁর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। এছাড়া এই কাজে বালুরঘাট মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় ড. বিমান সরকার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. প্রসুন ঘোষের অবদান ভোলার নয়। এছাড়াও শিক্ষক ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, তন্ময় দাস, উত্তম কর, উৎপল গোস্বামী, স্বপন দাস, শোভন দাস, সুব্রত সরকার প্রমুখ শিক্ষাবিদের সাহায্য, সহানুভূতি এ কাজ সম্পাদনে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।

আমার এই কাজ সম্পাদনে বিভিন্ন গ্রন্থাগার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। বিশেষ করে কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার, বালুরঘাটের জেলা গ্রন্থাগার, মালদহের জেলা গ্রন্থাগার, কলিকাতার লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি এবং গবেষণাকেন্দ্র প্রভৃতি এ কাজে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে বহু পুরানো বইকে আমার অনুরোধে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ পড়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্র পূববর্তী উপন্যাসে বন্ধুত্ব- এই অধ্যায়ে কাজ করতে গিয়ে আমার যে সব বই প্রয়োজন হয়েছিল, সেগুলি অনেক পুরানো। কিন্তু আমার অনুরোধে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ সেই পুরানো বইগুলি পড়তে দিয়ে গবেষণার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন। এজন্য আমি গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা। বালুরঘাট জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থকারিক অনুপ মণ্ডলও আমাকে সবসময় সাহায্যের

হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এছাড়াও স্থানীয় বানিহারী রুরাল লাইব্রেরি থেকে আমি যথেষ্ট বই পেয়েছি। প্রিন্টিং এর কাজে আমি অনুজপ্রতিম প্রসেনজিৎ দেব ও কুন্তল দেবের অকৃত্রিম, নিরলস সাহায্য পেয়েছি। আমি তাঁদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ।

এছাড়া আমার এই কাজে যাকে প্রধান অনুপ্রেরণাদাত্রী রূপে পেয়েছি, তিনি হলেন আমার ঠাকুরমা স্বর্গীয়া মুক্তি রানী দাস। তাঁর অকৃত্রিম উৎসাহ, ভালোবাসা, সাহায্য না পেলে এই গবেষণা সম্পন্ন হত না। অশ্রুসজল নেত্রে তাকে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম। আর বাবা শ্রী সুকুমার কান্ত দাস ও মা শ্রীমতি কল্পনা দাস এই কাজে সর্বক্ষণ আমার পাশে দাঁড়িয়েছেন। আমার জ্যাঠামশাই শ্রী সুনীল কান্ত দাস বই দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন। আর সকল বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন আমার কাজকে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়তা করেছেন। আর স্ত্রী শিক্ষিকা অম্বালিকা সিংহ এই কাজে সর্বক্ষণ পাশে থেকে আমাকে উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন।

পরিশেষে আর একটি কথা বলতে চাই যে গবেষণা শুরু করার প্রথম দিকে আমাকে বিভিন্ন বই পড়তে হয়েছে। কিন্তু অসাবধানতাবশত কিছু বইয়ের প্রকাশকের নাম বা প্রকাশকাল লিখে রাখতে পারিনি। শেষের দিকে তথ্যসূত্র বা সহায়ক গ্রন্থপঞ্জীতে বইয়ের প্রকাশক বা প্রকাশকাল লেখার সময় সেইসব বই সহজলভ্য হয়নি। তাছাড়া কিছু বইয়ের প্রকাশকের নাম বা প্রকাশকাল খুঁজতে গিয়ে দেখেছি এগুলি বইয়ে নেই। ফলে কিছু বইয়ের প্রকাশকের নাম বা প্রকাশকাল উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও এখানে কিছু মুদ্রণ প্রমাদ থেকে গেছে। আমি এই ত্রুটিকে স্বীকার করে নিচ্ছি।